আল্লাহ্ উনার বিশ্বাসী বান্দাদের অত্যাচার করেন না

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্ মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

শুধুমাত্র আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) আমাদের কাছে আল্লাহ্র মহত্ব এবং বিশালত্ব বর্ণনা করতে পেরেছেন। আল্লাহ্র বিশালত্ব আমাদের বুদ্ধিমত্তা এবং কল্পনার অনেক ঊর্ধে। তবুও ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্যসমূহ সবচেয়ে উত্তমভাবে বর্ণনা করতে পেরেছে। একজন মুসলিম ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকে কারণ আল্লাহ্ খুব ভালোভাবে উনার ক্ষমতা ব্যাখ্যা করেন ইসলামে। কিন্তু একজন অবিশ্বাসী অসন্তুষ্ট থাকে।

তারা তাদের ধর্ম হারায়। তাদের বেশির ভাগই ধর্মত্যাগী কারণ তারা যেরকমটি ভাবে সেরকম হতে পারে না। তারা আল্লাহ্র বর্ণনা করে যেন তিনি একজন ব্যক্তি, যেন তিনি মানুষের মত কিছু একটা। এরকম চিন্তা ধ্বংস হোক! মানুষের সাথে আল্লাহ্র কোনরকম তুলনাই নেই। প্রথমতঃ এরকম তুলনা বুদ্ধি বা বিবেকের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই তাদের বেশির ভাগ লোকই ধর্মত্যাগ করছে এবং অন্য ধর্ম খুঁজছে। কিন্তু তা খুঁজে না পেয়ে তারা অবিশ্বাসী হয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহ্ (জাল্লা জালালুহু) মানুষকে উনার ক্ষমতা দেখান। প্রতিটি বিশ্বাসী প্রতি মিনিটে আল্লাহ্র বিশালত্ব এবং ক্ষমতা দেখে। তারা উনার স্বত্তা দেখে না কিন্তু উনার বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং উনি যা করেন তা দেখে এবং ঈমান আনে। যেমন, এখন বাইরে ভারী তুষারপাত হচ্ছে। যদি পুরো পৃথিবীও একত্রিত হয়ে আসে তারা কি এমন একটি কাজ করতে পারবে? তারা এর কিছুই করতে পারবে না। যখন আল্লাহ্ চান তখন ক্ষরা সৃষ্টি করেন, যখন তিনি চান তখন বৃষ্টি সৃষ্টি করেন আর যখন তিনি চান তুষার সৃষ্টি করেন। তিনি সবকিছু করেন, তিনি সর্বক্ষম। এখন তারা প্রযুক্তির ব্যাপারে বলে, "আমাদের উপরে আরে কেউ নেই!" আমরা দেখি তারা উপরোক্ত কাজগুলো করতে পারে কিনা। তাতো নয়ই, তারা এসবের এক হাজার ভাগের একভাগ বা দশ হাজার ভাগের একভাগও করতে পারবে না।

আল্লাহ্ মহান এবং আল্লাহ্ উনার বিশ্বাসী বান্দাদের উপর অত্যাচার করেন না। উনি শুধুমাত্র তাই আদেশ দিয়েছেন যা উনার মুমিন বান্দা করতে পারবে। আমরা কেন এ ব্যাপারে কথা বলছি? আল্লাহ্র বিশালত্বের সামনে উদ্বিগ্নতার শিকার হয়ো না। আল্লাহ্ ক্ষমা করেন এবং ফিসফিসানি আসে শয়তান থেকে। লোকেরা ওযু করতে শুরু করে বলে, "এটা ঠিক করে করছি না ভূল হচ্ছে? এটা ঠিকভাবেই হচ্ছে, নাহ, ভূলভাবে হচ্ছে"। এভাবে তারা একঘন্টা যাবত ওযুতে থাকে। একবার করে ফেল এবং তা ঠিক হবে।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

এটা এমন কঠিন কোন কিছু নয়। শয়তান তোমাকে ইবাদাত থেকে দূরে রাখার জন্য এরকম করে। নামায পড়ে ফেলবেঃ বিসমিল্লাহ বলে নামায পড়ে বাইরে বের হয়ে যাবে।

চিন্তা করতে থেকো না, "এটা ঠিক আছে, নাকি এটা ঠিক নেই"। আল্লাহ্ তোমার কাজ গ্রহণ করতে পারেন শুধুমাত্র তোমার নিয়াতের উপর ভিত্তি করে। তিনি ছোটখাট বিষয়ে দৃষ্টি দেন না। আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) হচ্ছেন আরহামুর রাহিমীন। তুমি যখন উনার মহত্বকে সামনে নিয়ে উনার ইবাদাত করবে তখন তিনি অনেকগুণ বেশি সাওয়াব এবং আমাল দান করবেন তোমার ইবাদাতের জন্য। আল্লাহ্‌র বিশালত্বের সামনে দুশ্চিন্তা রেখো না এবং শয়তানের মান্য কোরো না। বেশির ভাগ লোকই, "বেশি করব, আরও ভালো করব" বলে নিজেদের উপর বোঝা চাপায় এবং যেটুকু করত সেটুকুও আর করে না।

এটা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না। নিজেদের অত্যাচার কোরো না। বেশিরভাগ লোকের ভেতরেই ফিসফিসানি কাজ করে যা কিনা শয়তান থেকে আসে, আল্লাহ্ হতে নয়। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, মহান এবং আমাদের ইবাদাতের উনার প্রয়োজন নেই। শুধু যেন উনার আদেশ পালিত হতে পারে সেই কারণে একবারেই ওযু করে নামায পড়ে ফেলবে, ব্যাস। আল্লাহ্ তা গ্রহণ করুন।

ওয়া মিন আল্লাহ্ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২৯ ডিসেম্বার ২০১৬ / ২৯ রাবিউল আউয়াল ১৪৩৮
ফাজার নামায, আকবাবা দারগাহ।